জলতরঙ্গ

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

ও

শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

১৩৩৭

মূল্য—আট আনা

Printed by the Author
at the
VENUS PRINTING WORKS
52-7, Bowbazar Street, Calcutta.
Published by the Author
from No. 5, Lakshinaryangunj Lane, Kidderpo re.

আমাদের এই

'জল-তরঙ্গ'

যুগ্-দেবতার

ও

প্রগতি দেবীর

করকমলে

সাগ্রহে

প্রদত্ত

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। হৈ-চৈ	...	১—৬
২। উদ্বোধন	...	৭—৯
৩। যুগ-মাহাত্ম্য	...	৯—২০
৪। দিক্‌ভ্রম	...	২১—২৮
৫। আলেয়া	...	২৮—৩৬
৬। অকাল বোধন	...	৩৬—৪৭
৭। যৌবন	...	৪৭—৪৯
৮। অস্তরাগ	...	৫০—৫৫

জলতরঙ্গ

হৈ-চৈ।

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত ও
শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

সু। বড় বড় চোখ মেলে হাঁ ক'রে কি দেখছ ?

মৃ। সারা রাত জেগে জেগে—দেখছি কী লিখছো ?

সু। লিখছি অনেক কথা কাঁচা এই হাতেতে
জানিনা চল্‌বে কিনা ভদ্রের পাতেতে ?

মৃ। দাও দেখি খাতাখানা, বুঝবো তো পড়লে,
কালি-কলমের সাথে কিবা প্রেম কর্‌লে ?

সু। নাই বা দেখতে পড়ে রসহীন ছন্দ
গোপন প্রেমের মত থাকুক না বন্ধ

সতীনের সাথে প্রেম দেখেই তো বল্‌বে
কাঁচা ছাঁচ, এ কি আর পাতে দেওয়া চল্‌বে ?

মু। তা' বলে আমারে কভু ফেরানোটা চলে কি ?
আধখানি অঙ্গেরে এমনটা বলে কি ?
দোহাই তোমার দাও একবার দেখতে
কেমন শিখেছো দেখি ছন্দেতে লিখতে ?

মু। এক্ষুণি চাই নাকি কাব্যের ছান্দা ?
সব তাতে তুমি দেখি না-ছোড় বান্দা !
যখন তখন এসে কর বড় উৎপাত।
আব্দারে একেবারে করে তোল উৎখাত।
এই নাও পড়ে দেখো গোপনেতে কিন্তু
দেখে যেন ফেলে নাকো রাণী, আনি, মিন্তু
দেখো যেন পড়ে শুনে খাঁড়া নিয়ে এসো না
অথবা লুটিয়ে পড়ে কুটি কুটি হেসো না।

মু। পড়লুম লেখাগুলো খিল দিয়ে লুকিয়ে
এই নাও ফিরে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে
তোমার কাণ্ড দেখে মাথা গেছে ঘুলিয়ে
মেজাজটা থেকে থেকে আসে যেন উজিয়ে
অনেক্‌টা ঠিক বটে তবু আছে বল্‌বার
এমন করে কি বাধা দেয় পথ চল্‌বার ?

কাঁচা ছাঁচ বলে তুমি দিচ্ছিলে ভাগিয়ে
কাম্‌ড়ে কলম বেশ লিখছো তো বাগিয়ে।

স্থ। এ কথা যে বল্‌বে তা জানি আমি অগ্রেই
তুমি একা কেন ? জানি বল্‌বে সমাগ্রেই
কিন্তু এ মনে রেখো ঘটনা যা ঘট্‌ছে
দিলেও উড়িয়ে তোপে তবু সেটা রট্‌ছে
চটবে সে নিশ্চয়ই গায়ে যার লাগবে
বিনা ক্ষতে নুন দিলে কেন জ্বালা জাগবে ?
এর পরও যদি কিছু থেকে থাকে বল্‌বার
বল তবে, দরকার নেই কিছু থাম্‌বার।
তার আগে আমাকেও দাও কিছু বল্‌তে
মনে রেখো দুটো কথা হেথা পথ চল্‌তে
"একে একে দুই হয় স্ত্রী-পুরুষ মিলনে
সৃষ্টিও বেড়ে যায় তারি অনুশীলনে
চিরদিন সন্তান পেটে কেহ রাখে না
পাপ আর পারা এরা চাপা কভু থাকে না"
নীতিবোধ খণ্ডাতে তর্ক ও যুক্তি
যত পার আন আজ হয়ে যাক্ চুক্তি।

মু। চিবিয়ে চিবিয়ে তুমি অনেক তো বল্‌লে
সৃষ্টির রীতি-নীতি কিবা দোষ করলে ?

দেখলুম বসে বসে অনেক ত' লিখেছ
ঠেস্ দিয়ে দিয়ে বেশ বলতে তো শিখেছ
আমি তো খুঁজে না পাই প্রগতির পথেতে
এত দোষ সম্ভব হোলো কোন মতেতে !
ঘর ছেড়ে বাহিরেতে এসেছে যে নারী আজ
সত্যি কি তাহাদের নেই সেথা কোনো কাজ ?
ঘোমটার আড়ালেতে পরদার ভেতরে
চোখের নাকের জলে বুকনীর আদরে
সীমাহীন ধৈর্য্যের বোঝা নিয়ে বইতে
যদি তারা চিরকাল না-ই পারে সইতে
জীবনটা গড়ে নিতে লেখাপড়া চর্চ্চায়
সাধ যদি হয়ে থাকে, এত কিবা দোষ তায় ?
আদরে গোবরে হয়ে ন্যাতা আর হেঁসেলে
থাকলেই বুঝি খুব ভাল হয় একেলে ?

সু। ব্যাপারটা বোঝ আগে মিছে কেন চ'টছ ?
দুর্নীতি শাসনেতে কেন বল হটছ ?
জীবনটা গড়ে নিতে দেহটাকে খোয়ানো
সংযমহীনতায় উঁচু শির নোয়ানো
পড়া শোনা ছল ধরে প্রেম ফাঁদে পড়াটা
বিবাহের পূর্ব্বেই সন্তান করাটা

সভ্য যুগের এই শিক্ষা ও সুনীতি
ছেলে মেয়েদের বল শেখানই রীতি কি ?

মৃ। মানি বটে আজকাল এটা খুব চল্‌ছে
ঘরে ঘরে ফল (ও) তার রীতিমত ফলছে
তা' হ'লেও এর পর(ও) আছে কিছু ভাববার
আছে কি উপায় কোনো যৌবন চাপবার ?
পণ-প্রথা প্রতীকার আজও তো হোলো না।
তবু তো এ বাংলার মেয়েগুলো মোলো না।
নারীদের ভরা গাং চোদ্দোর পারেতে
ধমকিয়ে আটকিয়ে রাখতে তা' পারে কে ?

সু। তারি পরিণামে বুঝি পুরুষের গা ঘেঁষে
নারী সব মিট্‌মাট্‌ ক'রে নিলে আপোষে ?
কর্ত্তায় কর্ত্তায় প'টলো না দরেতে
প'টে গেল ছেলে মেয়ে মিলে মিশে ঘরেতে।

মৃ। অন্যায় হ'ল মানি দেহে মনে ব্যভিচার
তবুও তো পুরুষেরা করে নাক' প্রতীকার।
জানে তারা 'পুরুষেরা স্নানেতেই শুদ্ধ'
নারীদের বেলাতেই সব দ্বার রুদ্ধ।

সু। (ও) প্রতারণা করা আর কতদিন চল্‌বে
আগুনে পুরুষ ও নারী সমানই জল্‌বে।

মৃ। তারই বা বাকী কই জ্বলছে তো ঘর ঘর
জানি না দেখতে হবে আরো কত এর পর ?

স্থ। রজত-জুবিলী রাতে কিছুটাতো দেখেছো !

মৃ। ছন্দেতে তুমি বুঝি সেইগুলো এঁকেছো ?

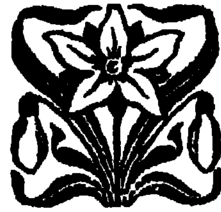
স্থ। তাতে দোষ কি ?

মৃ। তাতে লাভ কি ?

স্থ। উন্নতি !

মৃ। প্র-গ-তি !

স্থ ও মৃঃ। "সত্য হোক্" "সত্য হোক্" হে ভগবান
সফল হউক তব এই জয় গান।



উদ্বোধন

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

সুরথের রাঘবের সম্পূজিতা গো
পরমারাধ্যা জননী জাগো।
বিঘ্ন বিনাশিতে নাশিতে অরিকুল
ধর্ম্ম স্থাপিতে এস ফিরে মাগো। ১

অবিচার অনাচার পাপাচারে পূর্ণ
অসুরের দম্ভেরে করিতে মা চূর্ণ
দুর্নীতি নাশিতে দিতে নীতি শিক্ষা
ত্রিদিব ত্যজিয়া এসো করি মা প্রতীক্ষা। ২

যেমতি মা যুগে যুগে সুরপুর ত্যজিয়া
বারে বারে ভক্তের মুক্তির লাগিয়া
এসেছিলে মিটাইতে সুরাসুর দ্বন্দ্ব
তেমতি না এলে ধরা হবে নিস্পন্দ। ৩

ত্রিতাপে তাপিত তব সন্ততি-বর্গে
ঘেরিয়াছে আজি মাগো শত উপসর্গে
নিজ ঘরে আজ আর নিজেদের ঠাঁই নাই
বন্যার গর্ভ মা আশ্রয় হোলো তাই। ৪

বিপদের সীমা নাই বিঘ্নের অন্ত
চক্ষের বরষায় ডুবেছে বসন্ত
সীমাহীন হাহাকার দুঃখ ও দৈন্যে
মরণের কোলে সবে ~~সবে~~ চলে নির্ব্বিঘ্নে। ৫

সারমেয়বৎ হয়ে দ্বারে দ্বারে হন্যে
দেহ প্রাণ যায় আজি পরগত অন্নে
কাণে কাণে শুধাইতে ধরমের বাণী গো
ফিরে আয় ধরাতলে স্বরগের রাণী গো। ৬

সম্মুখে পশ্চাতে বেড়ি দশদিক্ জাল
লোলজিহ্বা বিস্তারি এসেছে করাল-কাল
নিঃশেষি লয়ে যায় নদী ভয়ঙ্করী গো।
আয় মা, আয় মা, আয় শঙ্করী গো। ৭

সুরথের রাঘবের সম্পূজিতা গো
পরমারাধ্যা জননী জাগো
বিঘ্ন বিনাশিতে নাশিতে অরিকুল
ধর্ম্ম স্থাপিতে এস ফিরে মাগো। ৮



যুগ-মাহাত্ম্য

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

নিশার আঁধার ভেদি রজনী হইল ভোর
জাগিল নগরী গো ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর
চেতনা আসিল দেহে জড়তা হইল দূর
নগরী জাগিল গো জাগিল অন্তঃপুর। ১

উলস মুখর হোলো গহন-কানন-ভূমি
দিক্-বধূ দিল সাড়া প্রকৃতি চরণ চুমি
দিকে দিকে দেশে দেশে হোলো আলো রেখাপাত
নগরী হাসিল গো আসিল সুপ্রভাত। ২

জলতরঙ্গ

জড়-দেহে এলো প্রাণ অবসান স্বপনের
ভেঙ্গে গেল ঘুম ঘোর টুটী-ধাঁধা নয়নের
দেহ মনে ধীরে ধীরে ফিরে এল চেতনা
বুকে বুকে জেগে ওঠে নব নব দ্যোতনা। ৩

নব বলে বলীয়ান্ নিতি নব প্রভাতে
নিতি নব হাসি-গান এলো মনলোভাতে
ধীরে ধরা হোলো নব নব ভাবে উন্মুখ
পুরাতন পাড়ি দিল দেখা দিল নবযুগ। ৪

নবযুগে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে নবীনা
বিদায়ের পথ চায় প্রবীণ ও প্রবীণা
নবীন জাগিয়া ওঠে নব স্বর ও ছন্দে
নব দেহে নব প্রাণে নবীন আনন্দে। ৫

নব প্রাণে নব সাধ নব আশা দেয় দোল্
রঙীন্ নেশায় হৃদি আন্চান্ উত্‌রোল
পুরাতন নির্জীব, সজীব নতুন যুগ
নবযুগে নব প্রাণ নব সাজে উন্মুখ। ৬

জেগেছে নগরী তাই নব সাজে সাজিতে
'প্রাচীনেরে ভাঙি টুটি নবরূপে গড়িতে
তাই পুরাতন ধীরে সঙ্কোচে পাড়ি দেয়
নবীনেরা জাগে নিতি নব নব মহিমায়। ৭

উষ্ণ শোণিত আনি নব দেহে নব বল
প্রাচীন এ ধরণীরে দিতে চায় রসাতল
প্রবীনের প্রাচীনের করিতে মূলোৎখাৎ
সভ্য নব্যযুগে জেগেছে নতুন সাধ। ৮

মানিতে চাহে না তারা বাধা বিধি পুরাতন
মান্ধাতা আমলের রীতি নীতি সনাতন
কেয়ার করে না মোটে যত ওল্ডফুল্‌দের
রটন ও হ্যাক্‌নিড্‌ আইডিয়া ওযুগের। ৯

নিতি নিতি চাহে প্রাণ নব কিছু করিতে
নূতন করিয়া সদা ভাঙ্গিতে ও গড়িতে
দিকে দিকে তারি আজ কোলাহল শোনা যায়
'সাবাস সভ্য যুগ' 'জয় প্রগতির জয়'। ১০

মৃত দেহে আসে প্রাণ জাগে কুলললনা
চাহে না মানিতে বিধি নিষেধের ছলনা
মন প্রাণ হৃদি যবে যাহা চায় করিতে
তাই হবে ন্যায় বিধি নব নীতি রীতিতে। ১১

নূতন আলোক আসে পুরাতনে ঠেলিয়া
নির্ব্বাক্ প্রবীণেরা দেখে আঁখি মেলিয়া
যুগ দেবতার হেরি নব নব কৌতুক
চক্ষে চমক লাগে সন্ত্রাসে কাঁপে বুক্। ১২

আঙিনায় ফুল হয়ে কেহ চায় ফুটিতে
অলি হয়ে চায় কেহ ফুল-মধু লুটিতে
নিশি অবসানে হ'লে বাসি ফুল পুরাতন
অলি-দেব-পূজা তাহে চলে নাকো কদাচন। ১৩

নব্য যুগেতে তারা নিতি নব নব চায়
নিতি নব শ্রীচরণে আত্মা আহুতি দেয়
কুসুম চাহে গো নিতি নব নব অলিরে
নব ফুলে দেয় অলি নিজ প্রাণ বলি রে। ১৪

ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায় পুরাণো ম্যারেজ এ্যাক্ট
নিত্য গড়িতে সাধ নূতন নূতন প্যাক্ট
সধবা হইতে চায় ফিরে পুনঃ কুমারী
কিবা যুগ মহিমা গো মরি মরি আ মরি ! ১৫

অবাক্ করিতে চায় নবতম দৃশ্যে
যাহা কেহ কখনও দেখে নাই বিশ্বে
হয়ত বা পাল্‌টিয়া কোলাকুলি বিজয়ার
নারী নরে হ'বে এবে নরে নরে নয় আর। ১৬

বিবাহ পুরাণো রীতি স্বামী লয়ে কি হ'বে ?
যে ক'দিন থাকে থাক্ Pastime হিসাবে
তারপর পোষাকের মত তারে ছাড়িয়া
নূতন নিলেই হ'বে ভাঙ্গিয়া ও গড়িয়া। ১৭

ম্যারেজ সেকেলে রীতি এ যুগে তা' হবে না
প্রগতির যুগে কিছু পুরাতন র'বে না
এত কিবা দায় ? নারী বন্ধনে রহিবে !
পুরুষের অধীনতা কেন তারা সহিবে ? ১৮

ক্ষের

পুরাতন দুর্নীতি প্রগতির এ যুগে
স্বার্থে যা ঘা দেয়, মিছে তাহা মানে কে ?
কে জানে কে কোন্ যুগে এই নীতি রচেছে
মানিতে চাহে না প্রাণ এ নীতিরে পোঁছে কে ? ১৯

নবীনে প্রবীণে মিলি বাধে ঘোরতর রণ
সমরে জিনিতে করে নবীনেরা প্রাণপণ
ওষ্ঠের অগ্রেতে তরবার খরশাণ
পুরাতন নীতিশর কেটে করে খান্ খান্। ২০

নব্যযুগেতে হয় নবীনের জয় জয়
যা' খুসী তা' করে নাই সঙ্কোচ লাজ ভয়
ঘুচাইতে দুর্নীতি দুর্গতি পুরাতন
বেঁধেছে কোমর সবে করেছে কঠোর পণ। ২১

পরার্থে তাই সবে বলি দিতে আপনায়
বিশ্বপ্রেমের হাট্ খুলিয়াছে দেশময়
প্রেমের তুফান্ তোলে 'হোষ্টেল' ও 'কলেজে'
থিয়রি ফেলিয়া খোঁজে 'প্র্যাক্টিক্যাল' নলেজে। ২২

পার্ক লেক্ সিনেমায় ঘন ঘন টানে প্রাণ
আড়ালে ও আব্ডালে চলে প্রেম অভিযান
প্রেম ঘূর্ণীতে পড়ে বিধবায় পোয়াতি
জঠরে লুকায়ে শিশু কণে সাজে যুবতী। ২৩

প্রেমের পীযূষধারা গর্ভেতে ধরিয়া
কোর্টেতে দাঁড়ায় কেহ দিক্‌শোভা করিয়া
'ভিটে মাটী চাটি' কারো পরদার হরণে
প্রেমে মাতি কেহ লেকে চলে সহমরণে। ২৪

প্রাচীনেরা প্রগতির পেয়ে এই পরিচয়
বিস্ময় মানে কেহ কারো লোভ উপজয়
তরুণ সাজিতে কেহ ফেলে দাড়ি গুম্ফ
নারী হেরি আড়ে চায় লাগে হৃদ্ কম্প। ২৫

বৃদ্ধ অশীতিপর মাগে প্রেম ষোড়শীর
ছাদে জানালায় প্রেম চলে পাড়া-পড়শীর
হ'তে চায় জনে জনে নায়ক ও নায়িকা
প্রতি নর হবে শ্যাম প্রতি নারী রাধিকা। ২৬

প্রগতি-যমুনা ঢেউ লাগে নারী বক্ষে
টন্‌টন্ ক'রে প্রাণ ধারা বহে চক্ষে
পার্কে কদমতলে বাজে যুগ-বাঁশরী
মিশে যায় রাধা শ্যামে বিধি-বাধা পাসরি। ২৭

প্রবীণা নবীনা সাজে সেজে আসে হরষে
বয়স কমিয়া যায় প্রতি মাস ও বরষে
লাগিয়া যুগের হাওয়া সবি নব নব হয়
প্রাচীনেও নবরূপ ধরে যুগ মহিমায়। ২৮

বাঁধাবাঁধি পরিণয়ে সুখ নাহি উপজয়
প্রেম বড় মজাদার যদি পরকীয়া হয়
রঙ্‌দার হয় প্রেম হাত্‌ফিরি হইলে
লাগে না মোটেই ভাল নিতি নব নহিলে। ২৯

আমার আমারই থাক্ তোমারটা হোক্ গ্রাস্
উদার এ নীতি বড় সুন্দর ফার্ষ্ট ক্লাস
অন্ততঃ তা' যদি না হয় কোনো কারণে
রামী যাক্ শ্যাম কাছে শ্যামী রাম চরণে। ৩০

না হ'লে আপ্-টু-ডেট্ হবার উপায় নাই
নো-রুম টি-পার্টিতে মডার্ণ হওয়া চাই
মেল ফ্রেণ্ডের সাথে বিবি যদি চলে যায়
গ্রাম্বলিং চলবে না নব যুগে নিশ্চয়। ৩১

বছর কতক পরে করে যদি ডাইভোর্স
প্রগতির এ যুগেতে চল্‌বে না কোনো ফোর্স
নূতন লভার সাথে নিউ লভে দোষ নাই
হাত্ ছাড়া হয়ে গেলে আফ্‌শোষ রবে ভাই। ৩২

এলো খোঁপা লাল্ টিপে ঘোম্‌টা ও আল্‌তায়
চলে না ফিমেল সাজা বিনা স্যাণ্ডেল পায়
দরকার হয় যদি ট্রামে বাসে বসিয়ে
হ'বে তো পুরুষে দিতে ঘা কতক কসিয়ে। ৩৩

পুরুষের সাথে নারী চায় সম অধিকার
বন্দুক ছুঁড়িবার ও কলেজেতে পড়িবার
লেখা পড়া প্রেমে পড়া পায়ে পড়া অবশেষ
বুকে পড়া ঘাড়ে পড়া ট্রেণিংএর একশেষ। ৩৪

ছাত্রী ও প্রফেশরে লেনদেন হয় প্রাণ
বেঁধে গাঁটছড়া শেষে লেখা পড়া অবসান
নব্য ফ্যাসানে হয় কোর্টশিপে পরিণয়
এঁটো পাতে বড় সাধ প্রগতির জয় জয়। ৩৫

পূর্ণ নূতন নীতি পূর্ণ পেটের খোল
জঠরে প্রগতির গতি দিনে দিনে দেয় দোল্
দ্রুত চলে উন্নতি, সাক্‌সেস্ তো সিওর
কুমারী রহিলে দেশে প্রগতি তো ফেলিওর। ৩৬

মডার্ণ কায়দায় প্রেমতরু রোপণে
জঠরে জঠরে জাগে পিতৃত্ব গোপনে
জাগ্রত প্রগতির সাইন এ নিশ্চয়
ধর্ষণে সংঘর্ষণে নাহি পাপ ভয়। ৩৭

প্রগতির ট্রেড মার্ক উদরেতে আঁকিয়া
ধরা পড়িবার ভয়ে কেহ যায় ভাগিয়া
কেহ বা গোপনে অতি মেডিক্যাল হেল্‌প্ লয়
নিরুপায়ে লয় কেহ আশ্রমে আশ্রয়। ৩৮

সাহিত্যবেদী ঘেরি নব নব পুরোহিত
'ফ্রি লভ্ প্রচারয়ে করিতে দেশের হিত
পাঠ করে মন্ত্র গো নারীমেধ যজ্ঞের
দুর্নীতি পুরাতন ঘুচাইতে অজ্ঞের। ৩৯

পরকীয়া প্রেমনীতি না থাকিলে রচনায়
এন্‌লাইটেণ্ডদের মনোমত নাহি হয়
উড়ু উড়ু ধোঁয়া ভাব না থাকিলে লেখাতে
রুদ্ধ প্রবেশদ্বার পত্রিকা পাতাতে। ৪০

প্রবীণেরা দেখে শুনে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্
নবযুগ মহিমায় আঁখিযুগে লাগে তাক্
প্রগতির গতি হেরি তরুণের অভিযান
গালে হাত দিয়ে ভাবে কোথা এর পরিণাম? ৪১

ছন্দের রূপে হেরি যুগবন্দনাগান
হয়ত বা লেখকেরে দিবে সবে বলিদান
হয়ত লেখনীরূপী সহস্র তরবার
সহস্র দিক্ হ'তে বিঁধিবে গো অনিবার। ৪২

সংবাদ ঘর ঘর ডাক্ঘর দেয় তো
পত্র বাহকের কিবা দোষ তায় গো ?
তাই যদি হয় তবে মিছে কেন রাগ রোষ ?
কলহের পরিণামে আসে শুধু আফ্‌শোষ। ৪৩

বুঝিনা কি লাভ তা'তে ? কেনই বা হ'বে রোষ ?
করিতে যা দোষ নাই, বলিতে বা কিবা দোষ ?
উদার প্রগতি-নীতি কারো নাহি দোষ লয়
ধৃষ্টতা হ'লে জানি মাফ্‌ হবে নিশ্চয়। ৪৪

প্রণমামি যুগদেব তব ও শ্রীপদেতে
নমামি প্রগতি দেবী নমো নমোহস্তে
"নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমো হস্তে !" ৪৫



দিকভ্রম

সুধীর কুমার গুপ্ত

সাহিত্যবেদী প্রাঙ্গন ঘেরি দিকে দিকে আজ কি কোলাহল
নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে এসেছে তরুণ তরুণী দল
নব্য যুগেতে নব উপাসনা
নব উপচারে পূজা অর্চ্চনা
নব আভরণে সাজায়ে মায়েরে নুতন করিয়া গড়িতে চায়
নূতন জগৎ গড়িবে তাহারা নব পূজা পাঠ অর্চ্চনায়।

থরে থরে থরে সাজায়ে কুসুম এনেছে তাহারা অর্ঘ্যচয়
অযুত নিযুত সাজায়েছে ডালা বাণী পাদ পীঠ পুষ্পময়
লাল নীল শ্বেত পুষ্প লোহিতে
বিবিধ বরণে মালা গেঁথে গেঁথে
বাণী মন্দির ভরায়ে করেছে মায়ের চরণে অর্ঘ্যদান
হাজার কণ্ঠ ভরিয়া এনেছে বোধনের নবছন্দ গান।

ঢেকে দিতে মার লজ্জার ভার পুরাতন বীণা কাড়িয়া নেছে
নব বীণাখানি লয়ে বীনাপাণি পূজারীর পানে চাহিয়া আছে

কাতারে কাতারে প্রাঙ্গন মাঝে
পূজারীর সহ পূজারিণী রাজে
পূজা উপচার হেরিয়া মাতার সভয়ে শরীর শিহরে ওই
স্পন্দন ঘন থেমে আসে ধীরে আরতি ঘণ্টা বাজিল কই ?

জাগে না পুলক চিত্তভরিয়া অবসাদভারে আনত শির
মন্দিরে হেরি পঙ্ককলুষ উছলি উঠিছে অশ্রুনীর
চঞ্চলা মাতা শিহরি উঠিছে
শঙ্কা সরমে চক্ষু বুজিছে
ধীরে শ্বাসবায়ু রোধ হয়ে আসে শুনি বোধনের ছন্দগান
উপচার বলি আনে কদাচার, অর্চ্চনা নহে, এ অপমান।

পূজার লাগিয়া সন্ততি সব তৃণ আনিয়াছে দূর্ব্বা বলি
কুসুমে কুসুমে আনিয়াছে কীট মিথ্যা পূজেছে সত্যে ছলি
অমৃত বলি এনেছে গরল
দূর করে দেছে সত্য সরল
কুসুমগন্ধে একি অভিযোগ ? মন্দির পূতিগন্ধময়
মায়ের পূজার এ নহে অর্ঘ্য, কাম ধূপ দীপে পূজা না হয়।

কলুষিত যত উপচার ভারে ভেঙ্গে পড়ে বুক ব্যাথার চাপে
অভিসম্পাত বেড়ে চলে তত, পুড়িছে ধরণী ততই তাপে

দৈন্য ততই মূর্ত্ত হইয়া
দিকে দিকে দেখ উঠিছে জাগিয়া
যতটুকু তবু আছিল বসন পূজারীরা সব নিল তা' কাড়ি
আশীষের দ্বার হইল রুদ্ধ, বীনাপাণি গেল বেদীরে ছাড়ি।

কণ্ঠ ভরিয়া জাগে নাকো মার পুণ্য আশীষ্ গৌরবের
বুকের ব্যথায়, বোধন গাথায়, কই কোথা ধূপ্ সৌরভের?
অবশে নয়ন হইল বন্ধ
যেন বা হইতে চাহে মা অন্ধ
পূজারীরা যাহা লেপে দিল গায় তাহে চন্দন সুবাস কৈ?
পঙ্ক মাখায়ে মহা আনন্দে ভক্তেরা নাচে তা থৈ থৈ।

সহি অপমান সন্তান দান নীরবে জননী বহিছে মাথে
গন্ধ তাহার নৃত্য করিয়া ঘুরিছে ফিরিছে বায়ুর সাথে
কত শত নাসারন্ধ্র বাহিয়া
অন্তরলোকে ধীরে প্রবেশিয়া
পুঞ্জে পুঞ্জে ফেনাইয়া উঠে ধীরে দেহ মন অবশ হয়
দেখিতে দেখিতে হৃদি মন্দির হয়ে ওঠে পুতিগন্ধময়।

ধীরে ধীরে দেখ সেই ব্যাধি
আজি কত দেহে হোলো সংক্রামিত
নব্য যুগের নব ঝঙ্কারে নব আলিপনে প্রস্ফুটিত

জলতরঙ্গ

মগ্ন বসন নগ্ন করিয়া
দিকে দিকে যে গো দিলে প্রসারিয়া
প্রদীপ শিখার কালিটী ছানিয়া লইতে
আর কি রাখিলে বাকী
লাজের আড়ালে ফোটে যে গোলাপ
নিলাজে শুখায় বুঝিলে নাকি ?

ললিত তনুর মাধুরিমা লয়ে মত্ত হিয়ার খেলার ছলে
কত কমনীয় কণ্ঠ ভরিয়া মৃত্যু গরল দিলে গো ঢেলে
অবশ আবেশে পান করি তায়
কামিনী কুসুম ভুমেতে লুটায়
দুর্ব্বার দাহে হৃদি জ্বলে যায়, অমৃতের মোহে মদিরা পান
সাগর মথিয়া তুলি হলাহল অবহেলে তাহে বধিলে প্রাণ।

মান্য লভিতে পণ্যশালাতে সাজায়ে রেখেছ বিষের বাটী
উপার্জ্জনের কলা কৌশল যেন অভিনব ধোকার টাটী
মানুষ যেথায় হইয়া কাঙালী
ফিরে কাঁধে লয়ে ভিক্ষার ঝুলি
মরণ যেথায় বাজায়ে ডঙ্কা শঙ্কা তুলিছে দিক্‌বিদিকে
বন্দী সেথায় করিয়া রেখেছ কলুষপঙ্কে বাগ্দেবীকে।

জলতরঙ্গ

প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে তার দিলে না আলো
ঘন তমসায় শুভ্র হৃদয় করিয়া তুলিলে নিকষ কালো।
কাম বিষরসে রসিল রসনা
দিকে দিকে নারী হোলো বিবসনা
কলঙ্ক কালী মাখালে কত না কুল ললনার মুখের পরে
সিঁথির সিঁদুরে দিলে অপমান আশ্রম তারা খুঁজিয়া মরে।

প্রেমের গাঙেতে নগ্ন নারীর ছবি বুকে বুকে আঁকিয়া দিতে
রসিক সেজেছ, হিসাবের পাতে কিছু জমী জমা বাড়ায়ে নিতে
আত্মজ যবে ওই ছবি হয়ে
অনুকরণীয় আদর্শ লয়ে
সুশোভিত র'বে তব উপবনে বিষবৃক্ষের রূপেতে ফুটি
হে পূজারী! তবে কোথায় রহিবে
উপার্জ্জনের ধোকার টাটী?

রুদ্ধ করিয়া বিপথের দ্বার সময় থাকিতে ফেরাও গতি
প্রাণের পরশে জাগাও সবারে মুছে ফেল তব এ দুর্ম্মতি
অন্নহীনের অন্ন যোগাও
করুণা নয়নে ফিরে দেখে যাও

জলতরঙ্গ

খেলা করিবার এ নহে সময় গলে ও কপোলে আঁচলে মাতি
লক্ষ বক্ষে বুভুক্ষা জাগে অনশনে কেঁদে কাটায় রাতি।

ধরি ওই হাল গতিরে ফেরাও মসীর অসিতে যুদ্ধ করি
যোঝ প্রাণপণ উন্নতশিরে জয় পরাজয় শঙ্কা হরি
শেখাও তরুণে ত্যাগের মহিমা
যৌবনে কিবা শক্তি গরিমা
তরুণে যুবায় সমবেত করি হাতে হাতে দাও রাখীর ডোর
সফল হইবে পূজা অর্চ্চনা দুঃখের রজনী হইবে ভোর।

ললিত্ লতার রূপে কিবা হয়? পরিচয় হবে প্রাণেতে তার
মূর্চ্ছনা দাও হৃদয় ভরিয়া গাও জয়গান বন্দনার
প্রাণের অতল গভীর সায়রে
মুক্তা যেথায় সুপ্ত আঁধারে
গুপ্ত রয়েছে গভীর গহ্বরে, নির্ভয়ে বীর তথায় যাও
মণি মুকুতার মাল্য গাঁথিয়া অর্ঘ্যের ডালি ভরিয়া দাও।

সন্ততি মার হয় ভাই বোন্ কেমনে সে কথা ভুলিয়া যাও
বসন তাদের হরণ করিয়া মায়ের আশীষ প্রসাদ্ চাও?
রমণীর রূপে দিয়ে লাঞ্ছনা
তৃপ্তি গরলে করি বণ্টনা

নারীরূপী মার করি অপমান লজ্জা সলিলে ডুবায়ে দিলে
ধন্যারে আজি করি নগন্যা পণ্য শালাতে তুলিয়ে নিলে।

অর্চ্চনা ছলে কলা কৌশলে ভবিষ্যতের রুধোনা দ্বার—
গৃহে জাগ্রতা দেবীরে বাঁচাতে ঢেকে দাও ছবি নগ্নতার—
দুঃখ দৈন্য ব্যথা বোঝা যত
হিয়ার পরতে পরতে আহত
তুলে লও মাথে আপনার বলি বণ্টন করি লহ সে ভার
পর নহে তারা বড় আপনার আঁকোগো শিল্পি চিত্র তার।

অভুক্ত শত লক্ষ শিশু যে ঘরে ঘরে আজ শুখায়ে মরে
সাশ্রু নয়ন অঞ্চলে ঢাকি লক্ষ জননী কাঁদিয়া ফেরে
ছিন্ন তাদের বসন বাহিয়া
লুব্ধ নয়নে তৃষ্ণা ভরিয়া
সেথায় খুঁজিছে রূপ রস মধু, সাজাতে আপন পণ্যশালা
এই কি তোমার পূজা উপচার ? কলঙ্কভরা বরণ ডালা ?

পাষাণেতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিতে দায়িত্ব ভার কাহার শিরে ?
পাষাণ দেবতা সজীব হইবে কার আবাহনে ভুলিলি কিরে ?

জলতরঙ্গ

জাগো জাগো মাগো জাগো বীণাপাণি
ঘুচাও আঁধার করুণারূপিণী
মনোমন্দিরে জাগি পূজারীর মুছে দাও যত কলুষ ভার
করি মা প্রণতি হরি দুর্ম্মতি ভ্রান্ত এ গতি ফেরাও তার।



আলেয়া

সুধীর কুমার গুপ্ত

"শুন গো ভগিনী ভাই
সবার উপরে উদর সত্য তাহার উপরে নাই।"

মহানগরীর প্রাঙ্গন ভরি জাগে এ কিসের সুর ?
চমক্ লাগায় লক্ষ হিয়ায় উত্‌রোল হৃদিপুর

কলকণ্ঠেতে কাকলী ছোটায় মধুর উৎস বুকে
গোলাপী খেলায় হৃদয় দোলায় রঙ্গীন্ কৌতুকে
আমোদে মাতিয়া দিয়া করতালি জাগাল একি এ তান্ ?
লীলা উচ্ছল হৃদয় বারতা শুনাতে গাহিল গান
"শুন গো মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

গৃহে গৃহে হৃদি-গহন গোপনে জাগিল চেতনা ধীরে
চঞ্চল হয়ে অঞ্চল শত নৃত্য করিয়া ফিরে
লুটাইয়া পড়ে বসন ভূমেতে নরনারী শতেকের
অন্দর বার এক হয়ে যায় সন্ধানে সত্যের
ভূলোক দ্যুলোক অন্তরলোক সপ্তসিন্ধু মথি
এনেছে বারতা কি মধুময়ী গো ধ্রুব সত্য যে অতি
"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

মনের খেলায় নাগর দোলায় দুলে ওঠে নাগরী গো—
নগর নাগর নাগরীর খেলা দেখে চেয়ে 'হাঁ করি' গো
সরমের তাহা নাহি ধারে ধার এ মধু সত্য ফেলে
কে ছোটে বল ত মিথ্যার পিছু যেথা মধু নাহি মেলে ?

হুঁকার টিকায় আগুন ধরায় নেশায় মাতায় প্রাণ
সাপুটিয়া ধরে সে মহাসত্যে প্রাণ করে আনচান
গাহিছে "শুন গো ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

সুন্দরতম নিঠুর মধুর ক্রুর সত্য এই বাণী
মন্দ্র আরাবে ঘোষে গৌরবে মুগ্ধ মর্ম্ম ছানি
লক্ষ হৃদয় বীণায় সে সুর মোহ-তরঙ্গ তোলে
যমকে গমকে নেচে ওঠে প্রাণ সত্যের মধু বোলে
উতল সিন্ধু মাতাল হইয়া আছাড়ি পড়িতে চায়
ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মহাসত্যের পায়
কি মহামন্ত্র ভাই—
"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

সুপ্ত হৃদয় লভিল চেতনা জাগ্রত হোলো বীর
মহাসত্যের স্পর্শে জাগিল চিত্ত বন্দিনীর
অনুরাগ রাঙ্গা অন্তর তলে মিলিল সত্য ধন
বক্ষে জাগিল ক্ষুধা ব্যথা শত নিদারুণ ক্রন্দন
সত্যেরে দিতে বিজয় মাল্য টুটে দিল অবরোধ
যে যাহারে পেল সে তাহারে টানি লইল গো প্রতিশোধ

বলিল "জানো না ভাই—
তোমার আমার চেয়েও জগতে সত্য কিছুই নাই।"

এ মহাসত্যসিন্ধু মথিয়া মোহ অমৃত তুলি
বিলাইতে গিয়া অধরে অধরে মিলিল আপনা ভুলি
অধরের রস করে আরো বশ আরো সত্য গো সেথা
মিলিল অবশে, দেহ প্রাণে আসে উন্মাদ আকুলতা
অভিশাপ আসে তাহাদের শিরে যারা এ সত্যে ছলি
ক্ষীণ গণ্ডিতে বাঁধিয়া এ দেহ আজও দিতেছে বলি
হৃদয় গাহিল তাই
"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

অধর রসেতে দেহে দেহে ধীরে জেগে ওঠে মত্ততা
দেহ যমুনায় দেহ মিশে যায় মানে না ভগ্নী ভ্রাতা
সুন্দরতম সত্য মূরতি হেরিয়া দেহলতায়
সকল সত্য ফেলিয়া শুধু গো দেহ পিছে দেহ ধায়
বিক্রীত প্রাণ বিকৃত চিত্তে এ মধু সত্য ছেড়ে
বল কোন্ প্রাণে নীতির শাসনে ফেলিতে
চাহ গো মেরে ?
কেন এ শাসন ভাই
বোঝ না মানুষ নামেতে এ দেহ মাগিছে দেহ সদাই ?

সত্য খুঁজিতে চিত্ত আসিল দেহ সিন্ধুর তীরে
হৃদি অনুরাগ সরম সোহাগ কেঁদে কেঁদে গেল ফিরে
অন্তর তলে পঞ্চ প্রদীপ ধীরে হ'ল নির্ব্বাণ
'মহাসত্যের' লাজে মাথা হেঁট গৌরব অবসান
'মুক্তা' রহিল অতলে তলায়ে তীরে 'শুক্তির' মেলা
সত্যের ছলে মনে ভুলাইয়ে দেহে দেহে মিশে খেলা
অভিধান খুলে তাই—
দেহস্থ মানুষ ব্যাখ্যা করিয়া দেহে বাঁধে দেহটাই।

মতি নাই ঠিক হইল বেঠিক ছুটিল আলেয়ার পিছে
তর্জ্জনী নাড়ী অনুশাসনেরে চোখ রাঙ্গাইল মিছে
রঙীণ্ নেশায় আমোদে মাতিয়া সর্পে রজ্জুভ্রম
দিক্ দিক্ ভরি ফলাফল তার জাগে কিবা মনোরম্
খেয়াল খুসীর ভরাইতে সাধ নিজেদের ইজ্জত
নিজেরা ঘুচায়, আলোকচিত্রে বিদেশী চালায় মত্
যুগান্তের গায়—
মহাসত্যের এ মহাব্যাখ্যা তুলনা নাহিক পায়।

দেশময় আজ জাগিয়াছে সাড়া দেহে দেহ বাঁধিবার
ছবিতে কথায়, গল্পে গাথায় নাহিক সত্য আর

দৈনিক এত প্রকাশ তাহার কাগজে কুলান দায়
গোপনে কে জানে কত না সত্য জাগে নিজ মহিমায় ?
'হৃদয়ে' ছাড়িয়ে 'দেহেরে' 'মানুষ-ব্যাখ্যা করিল তাই
বিলাস লীলার ছলা ও কলার দেহে দেহে হ'ল ঠাঁই
দিগ্ দিগন্ত ভরি
জাতির এ মহা উন্নতশির সত্য করিছে ফেরি ।

সদ্য-আগত শিশুর অধর বিঁধে সূতা সূচিকায়
নিঠুর সত্য মানে নাকো মানা ভাষ্ট্-বিনে দেখা দেয়
আশ্রম ঘর তীর্থ নগর মিলে নাকো হেন ঠাঁই
সত্য যেথায় মহিমার ছাপ্ অঙ্কিত করে নাই
সে মহামন্ত্রে লঘু গুরু সব মিশে হ'ল একাকার
উদ্দাম স্রোতে দেহ রসে মেতে ভেসে ডুবে ছারখার
পাইতে শীঘ্র লোপ
কোমর বাঁধিয়া লেগে গেছে সব মিটাইতে মনক্ষোভ ।

অন্দর বার ভেঙ্গে চুরে ফেরে ঘূর্ণি দুর্ণিবার
সামাল সামাল উঠিয়াছে রব চৌদিকে হাহাকার
প্রাচীর টুটিল আলোক ফুটীল অন্দরে বাহিরের
ব্যবধান মানা মানিতে চাহেনা দেহের ও বসনের

মত্ত দেহ গো সত্যে জড়ায় লীলা তরঙ্গ তুলি
পেটের জ্বালায় কাঁদে বাপ মায় কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি
অনশন ব্রত বুকে—
বাপ মা যাপিছে কাঁদিয়া রজনী সন্ততি কৌতুকে।

এ কোন্ সত্য আলোক আনিলে ভেদি প্রতীচ্য জাল ?
সুধা ফেলে বিষটুকু নিয়ে করিলে কি ভয়াল !
দোষণীয়টুকু শুধু অনুকারি সাজিয়াছো অবতার
(যেন) পরিত্যক্ত পুচ্ছ পরিয়া দাঁড় কাক মহিমার
আধা এর আধা ওর নিয়ে কেন চর্ব্বিত চর্ব্বন
লালসা সুখেরে 'প্রেম' বলি কেন লাজ দাও অকারণ ?
ঘুচায়ে নিজের সব
স্বপ্ন মায়ায় সত্য রচিয়া গড়িতেছ বৈভব।

গাহিল নিঠুর সত্যবাণী যা রামীর চণ্ডীদাস
লালসার জ্বালা আছিল কি তায় দেহে দেহে বাঁধা ফাঁস ?
সে মহা সত্য মানিয়া লইতে কেঁদেছে কি যৌবন ?
অথবা আত্ম ত্যাগের লাগিয়া মাতাইল ত্রিভুবন।

প্রেমের নামেতে কলঙ্ক দিয়া লালসার গাহি জয়
তাণ্ডব-লীলা আঁকে যে ছবি তা চণ্ডীদাসের নয়।
'সে' সত্যে করিয়া দূর
(আজ) উদর অনলে আঁখির সলিলে তিতিল অন্তঃপুর।

(আজ) অন্তরে নাই পুণ্য শাসন অন্দরে গৃহসুখ
লক্ষ লক্ষ কক্ষ আজি গো কলহেতে দুর্ম্মুখ
বিধি নিষেধের শাসন দলিয়া ঠেলি গুরুজন মানা
ধ্রুব সত্যেরে মানিয়া লইতে ফেলিল বসনখানা
ফলাফল তার উঠিয়া চরমে এনে দিল হলাহল
তাহারে জিনিয়া জাগিল আবার নিঠুর জঠরানল
কোনটারে করি বড় ?
বুঝে ওঠা দায় কি খেয়ে পীরিতি রহিবে এমন দড় !

তাই মনে হয় কভু ঠিক্ নয় সুধীবৃন্দের আজ
এমনি করিয়া লালসা অনলে প্রশ্রয় দেওয়া কাজ
অঙ্কিত হোক্ প্রেমের মূরতি দোষের নহে সে ছবি
লালসা বিহীন দীপ্তি ছটায় দীপ্ত ত্যাগের রবি
ভোগ মদিরার ফেনিল উৎসে জাগে না সে আলোক্
ত্যাগ মহিমায় পূর্ণ হৃদয় চির উজ্জ্বল হোক্

(ওগো) ত্যজি আলেয়ার আলো
তরুণিত সব চিত্ত ভরিয়া রতন প্রদীপ জ্বালো।
তবু মনে রেখ ভাই
শূন্য উদরে প্রেম জাগে নাকো পেটের খোরাক চাই।



অকাল বোধন

সুধীরকুমার গুপ্ত

আসিল শরৎ লয়ে মধু বারতা
গগন জানায়ে গেল কত কি কথা
মুখর পবন কিবা ছন্দে তালে
চুপি চুপি সাড়া দিয়ে মন মাতালে।

দেখিতে দেখিতে কিবা নবীন বেশে
শোক তাপ ভরা ধরা চাহিল হেসে

জলতরঙ্গ

পুলকিত হোলো তনু দিক্‌বিদিকে
এ মোহন মাধুরিমা এনে দিল কে ?

কেবা এলো কেবা এলো কেবা এলো লো
হাসি ভরা মুখে লয়ে অরুণ আলো ?
কোলাহলে কলরোলে এলো জননী
বরণ করিয়া তাঁরে নিল ধরণী।

দশভুজা দেবীপূজা বাংলা জুড়ে
দুঃখ শোক নিমেষেতে পালাল উড়ে
খড় মাটী দেবী হয়ে আনিল সাড়া
জড় জঞ্জালও আজ মধুতে ভরা।

কি মধুর মাধুরিমা উঠেছে ফুটী
হাসে যেন মৃণ্ময়ী নয়ন দুটী
কাঠ, রঙ,খড় মাটী করিয়া আলা
ভিতরে রয়েছে যেন প্রদীপ জ্বালা।

কোন স্বরগের যেন অমিয় ছানি
কে যেন পুতুলে প্রাণ দিয়েছে আনি ?

জলতরঙ্গ

জাগে বুকে স্মরণের অতীত গাথা
অকাল এ বোধনের জন্ম কথা।

কবে কোন্ নৃপমণি সর্ব্বহারা
বনবাসী শেষে অপহৃত দারা
একে একে লাখে লাখে ধীরে ধীরে
বিপদের রাশি তাঁরে ফেলিল ঘিরে।

হৃত দেশে হৃত বেশে মোহাগত
ফিলিয়া ধনুর্ব্বাণ পূজারত
অকাল বোধনে মায় চরণ সেবে
খেলিল নূতন খেলা মানবে দেবে।

ভক্ত হৃদয় চিরে আশীষ মাগে
পরখের সাধ দেবী চিত্তে জাগে
পুলকিত তনু মন তবু ছলনা
গণনায় কিবা ভুল নাহি তুলনা।

দেবী পাদপদ্মেতে অর্ঘ্য দিতে
শেষ এক পদ্ম গো নাই ডালিতে

নয়ন পদ্ম তবে উপাড়ি রাজন্
করিবেন দেবী পূজা অকাল বোধন।

নাহি কুল উপকুল পদ্ম বিনা
হাসে দেবী ত্রিলোচনী পদ্মাসীনা
নিরুপায় হবে নাক' দেবীর পূজা ?
(নিজ) লোচন পদ্মে শর হানিল রাজা।

মৃণ্ময়ী চিন্ময়ী রূপেতে আসি
ধরিল রাজার কর কহিল হাসি
"পূজা আয়োজন আজি সফল তব
অকাল বোধন মাথা পাতিয়া লব।

ভক্তের পূজা লই শতেক ছলে
প্রচার হউক পূজা ধরণী তলে
বরষে বরষে নব বারতা শিরে
বাঙলার ঘরে ঘরে আসিব ফিরে।"

সেই গো জননী ফিরে এসেছে আজি
ধরণী হাসিছে নব বেশেতে সাজি

এসেছে তরুণ যুবা শিশু বুড়াও
হাসিতে বাঁশীতে আজি মধু ক্ষরে গো।

শত শত প্রাঙ্গন উঠিল হাসি
মোহন লগনে বাজে মধুর বাঁশী
মাটী খড়ে কাঠে রঙে কে দিল দেখা ?
নিরাকারা জননী গো পটেতে আঁকা।

লক্ষের পদরজঃ লইয়া শিরে
গৌরবে প্রাঙ্গন হাসিছে ধীরে
আবরণে আভরণে মোহন মেলা
অকাল-বোধনে মার নতুন খেলা।

ফোটে হাসি মুখে মুখে ঘরে ঘরেতে
পথ্ ঘাট্ আমোদিত দিনে ও রাতে
অকাল এ বোধনের বাঁশরী সুরে
আঁধারে আলোক আনে হৃদয় পুরে।

শত শত প্রাঙ্গনে আলো দেয়ালি
শত শত বেদীপরে পূজার ডালি

শত শত নর-নারী চরণ চাপে
বিভূষিত আলোকিত বিশ্ব কাঁপে।

বেদীপরে পূজারী ও দেবীপ্রতিমা
আলোকের পুলকের নাহিক সীমা
বোধনের গুরুভার লইয়া শিরে
আবেগে পূজারী পূজে প্রতিমাটীরে।

ঘণ্টা কাঁসর মধু বাঁশী স্থরেতে
আরতি বাজনা বাজে নিশীথ রাতে
ভক্তি ও প্রেম দিয়ে পূজারী পূজে
"জাগো মা জননী জাগো মা দশভুজে

ধীরে ধীরে আরতির হয় অবসান
থেমে যায় কলরব উৎসব গান
শেষ হয় পূজারীর প্রতিমা পূজা
নির্ব্বাক নিশ্চল মা দশভূজা।

চিন্ময়ী হয়ে আজি দেবী মূরতি
ধরে না পূজারী কর আদরে অতি

মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি আজি দেয় না সাড়া
আঁখি-যুগে নাই বয় পুলক ধারা।

পূজাপাঠ আরাধনা হয় সমাপন
ক্রিয়া কলাপেতে হয় মাতৃ-আবাহন
কেবা জানে প্রতিমার আসে কিনা প্রাণ ?
মিছে কলরবে হয় মাতৃ-আহ্বান।

আসেন জননী যদি ঘরেতে ফিরে
সন্ততি ভাসে কিগো অশ্রুনীরে ?
দুরভিক্ষ অনল জ্বলে ওঠে কি দেশে ?
জঠর অনলে আঁখি জলে কি মেশে ?

কই আজি সে পূজারী ? পূজা বা সে কৈ
দিকে দিকে নাহি কিছু কোলাহল বৈ
সংযম নাহি যেথা দেহে ও মনে
জাগে কি জননী সেথা মিছে বোধনে ?

এই দেহ মন্দির দেবীর আগার
মূরতি তথায় দেখ জাগে প্রতিমার

প্রতি দেহ পূজাগার দেহী পূজারী
দেহে দেহে জাগে দেবী বিশ্ব ভরি।

কলুষ-কালিমা মুছে করুণ তানে
ডাকিতে পারিলে তাঁরে বোধন গানে
পাপী তাপী জনে দেন মা পার করি
দেহ সাগরে যে বাঁধা চরণ তরী।

সেই দেহ যদি কলুষিত হয়
কেমনে হইবে তাহা দেবীর আলয় ?
দেবী ত' রহেনা সেথা যেথা পাপাচার
পঙ্ক লেপিয়া দেয় ভোগ বাসনার।

নাহি যেথা প্রাণে প্রাণে মধুর মিলন
কামানলে জ্বলে যেথা নরনারীগণ
হিংসা ও দ্বেষ যেথা চলে অবিরাম
মিছাই বোধন গান দেবী সেথা বাম।

শঠতায় ছলনায় নহে সে ব্রত
হয় না বোধন লয়ে কলুষ চিত

জলতরঙ্গ

মিছে ছলে 'কামে' 'প্রেম' উপাধি দিয়ে
জাগে আজ ঘরে ঘরে ব্যাধি এ কি এ ?

দয়া মায়া স্নেহহীন হয়েছে ধরা
অনাচারে অবিচারে পাপের ভরা
কলুষিত হয়েছে গো ধুলা ও পবন
পাপেতে ভরিয়া এলো বিশ্ব ভবন।

আবার এসেছে মাগো অকাল ফিরে
চিন্ময়ী হয়ে কি গো জাগিবি নি রে ?
বোধনের বীণা বুঝি যায় মা থেমে
একাকার হ'ল আজ 'কামে' ও 'প্রেমে'।

ঘন ভূমিকম্পন ও জলপ্লাবনে
অতলে তলায় দেশ, তাহারি সনে
দুরভিক্ষ অনল দেশে উঠিল জ্বলে
দুর্দ্দশা দেখো মাগো নয়ন মেলে।

হয়েছে মা দেখ আজি নিঃস্ব নগর
শোক্ তাপ্ যাতনার অকুল সাগর

জলতরঙ্গ

আঁখি জলে নিশ্বাসে অনাহারেতে
বিদরে মা ব্যোম্‌পথ হাহাকারেতে।

অবিচার তারোপর শতেক ছলে
জনে জনে নিঃস্ব মা করিয়া তোলে
ঘরে ঘরে ভাত নাই জীর্ণ বসন
দুর্দ্দশা দেশ ময় পেতেছে আসন।

লাঞ্ছনা গঞ্জনা প্রতিনিয়ত
নির্ধনে দেয় মা বেদনা শত
কৌশলে হ'রে অন্যে অন্ন তাদের
কেহ নাই দেখিবারে দুর্গতদের।

লাঠালাঠি কাটাকাটি বিষয় নিয়ে
জয়লাভ হয় আজ শঠতা দিয়ে
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ঘরে ঘরেতে
মিল নাই মনে মুখে নিজ পরেতে।

দেশময় উঠে মাগো ক্রন্দন রোল
অনাচার দিকে দিকে আনে সোরগোল

অনাহার ঘরে ঘরে মাগিতেছে ঠাঁই
মায়ের করুণা ছাড়া উদ্ধার নাই।

বিভীষিকাময়ী ছবি দেশ বিদেশে
মূর্ত্ত হইল কিবা অট্টহেসে
জাগো মাগো মৃণ্ময়ী জননী ধীরে
চিন্ময়ী হয়ে আজি বাঙ্‌লা ঘিরে।

ওগো সব পূজারীরা ভরি প্রাঙ্গন
পূজ যেই মত সেই পূজিল রাজন্
শুদ্ধ ও সংযত কর গো চিত্ত
হইবে তবে এ ব্রত উদ্‌যাপিত।

রঘুমণি মত নিজ মর্ম্ম ছিঁড়ে
পার না কি জাগাইতে প্রতিমাটীরে ?
পূজা আয়োজন তবে সকলি মিছে
ভকতিতে বাঁধা দেবী ভক্ত পিছে।

উৎসব কোলাহল মিছে এ সকল
ঢাক্ ঢোলে কলরোলে নাহি কোনো ফল
দেহ মনে সংযমে পূজা আয়োজন
যদি নাহি কর তবে মিছে এ বোধন।



যৌবন

সুধীরকুমার গুপ্ত

যৌবন! যৌবন! যৌবন! যৌবন
কুসুমিত জীবনের বিকসিত মৌ বন।
শক্তির উৎস ও উৎসাহ ঝর্ণা
পলকে পলকে বিবিধ বর্ণা।

নয়নের রঙ্গীন্ আলোরি দেওয়ালি
জীবনের সঙ্গীন্ বিদ্রূপ ও হেঁয়ালি।
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা ও তাণ্ডব নৃত্যে
বিব্রত ক'রে তোলো তরুণিত চিত্তে।

কর্ম' কাম উৎসবে মোহমদে অন্ধ
বক্ষের স্পন্দনে আনো নবছন্দ।
দুর্জ্জয় বেগ ভরে গিরিদরী চূর্ণ
দুর্ম্মদ মদ ভরে চির পরিপূর্ণ।

অঙ্গে অঙ্গে পূর্ণিমা জ্যোৎস্নার
রঙ্গে ভঙ্গে উছলিত স্রোত্ভার।
উত্তাল ছন্দে বিলোল তরঙ্গা
পৌরুষ গৌরবে শমনে ভ্রূভঙ্গা।

ভরা গাং উন্মাদ উদ্দাম্ চঞ্চল
নিজ দেহভারে নিজে ক'রে ওঠো টল্‌মল্।
সংযমহীনতায় অন্ধ ও ক্ষিপ্ত
সংযত রূপ কিবা মহিমায় দীপ্ত।

জলতরঙ্গ

উদ্‌গার হলাহল শৃঙ্খলাহীন হ'লে
সংযমে গড়ে তোলো স্বর্গ এ মহীতলে।
হে পাপের লীলাভূমি! পুণ্যেরি ক্ষেত্র—
ক্ষণে ক্ষণে ধর রূপ চিত্র বিচিত্র।

মঙ্গলময় কভু, কভু পাপ্ অবতার
শান্তি ও তৃপ্তিতে এনে দাও হাহাকার।
কল্যাণ ও কলুষের হে জনক মৌন
কল্যাণে কর বড়, কলুষেরে গৌণ।

দেহে দেহে জেগে ওঠ ক'রে নাদ তূর্য্য
বুকে বুকে জ্বলে ওঠ লয়ে জ্ঞান সূর্য্য।
অজ্ঞান তমঃ নাশি এস টুটী মোহ জাল
সম্বর কলুষিত রূপ তব হে দয়াল।

পূজি তব ওই রূপ যায় দেশ রসাতল
পুণ্যেরি রূপে এবে এস হ'য়ে উজ্জ্বল।
রুদ্রের তেজ লয়ে তপোবন শান্তি
জড়তারে করি দূর লয়ে কমকান্তি—
দেহে দেহে দাও দেখা, হে দেবতা যৌবন
সৌরভে গৌরবে ভরে তোলো মৌ বন।

অস্তরাগ

সুধীরকুমার গুপ্ত

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি ভরি দিক্‌সীমা গগনের
সুপ্ত আঁধার মুক্তি লভে গো করুণা লভিয়া তপনের।
দেয় আলো রবি নিজ বুক চিরি আঁধারেরে দিতে চেতনা
যাবার বেলায় যেন বলে যায় 'মিছা আমোদেতে মেত না।'

বাঁধি সেতু নিতি পূবে পশ্চিমে সারাটী দিনের শেষেতে
অস্তাচলের শিয়রে দাঁড়ায় ফিরে যেতে নিজ দেশেতে।
বিদায়ের পথ ভ'রে ওঠে তার ফাগ্‌ কুঙ্কুম আবিরে
যেন বলে যায় 'বিদায় আজিকে আর আলো
নাহি পাবি রে।'

দিগন্তকোলে মিশে যায় তার শেষ রেখা টুকু হাসি গান
ডুবে যায় ধীরে নীলিমা সাগরে আলোকের হয় অবসান।

ইঙ্গিতে যেন জানাইতে চায় 'ফিরে পুনঃ কাল আসিব
বিশ্বভুবন আলোকে ডুবায়ে হাসাব এবং হাসিব।'

ফুরালে মেয়াদ্ দেখা দেয় পুনঃ রূপ ধরি নব দেবতার
যুগ যুগ ধরি বাঁধা আছে যেন করমের ডোরে দেহ তার।
প্রভাতে বালক দুপুরে যুবক সাঁজে সেজে আসে বৃদ্ধ
কর্ম্ম জীবন ভরি যেন তার জাগে ভগবান নিত্য।

ভক্ত-প্রেমিক যোগী ও কর্ম্মী একাধারে যেন সব গো
সফল করেছে নিজ সাধনায় জীবনের গৌরব গো।
কর্ম্ম সাধনে চির অনলস ফলে চির অনাসক্ত
চির উদাসীন তুলনা বিহীন প্রেমিক এবং ভক্ত।

ধর্ম্মে কর্ম্মে গীতার মর্ম্মে ধন্য করেছে সেই তো
বিরাম বিহীন প্রবল কর্ম্মী তুলনা তাহার নেই তো।
পরহিত ব্রতে করিয়াছে যেন নিজ প্রাণ উৎসর্গ
চির আঁধারের বক্ষ ভেদিয়া ধরায় এনেছে স্বর্গ।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে আলোকের সেতু সেই তো গো বাঁধিয়াছে
অভয় আলোক দিতে এ ধরায় নিতি নিতি কাঁদিয়াছে।

জলতরঙ্গ

ধুলার ধরণী বড় ভালো লাগে তাই কাঁদে তার চিত্ত
দেখিতে সবারে দেখা দিতে ওগো
ফিরে ফিরে আসে নিত্য।

আগমে তাহার আলোকে পুলকে ধরাতল হয় ধন্য
অন্তে তাহার নিকষ কালোয় ভরে যায় মহাশূন্য।
ধরনীরে যেন বলে দিয়ে যায় 'হবে গো সবারি অন্ত
চিরদিন হেথা রবেনা কেহই রবেনা চির বসন্ত।

দিনের আলোক চোখের আলোক
আলোকের পারাবার এ
ডুবে যাবে হায় নিরাশা মাখান নিবিড় অন্ধকারে।
মরণ আসিয়া লয়ে যাবে কোন্ অতল আঁধারে তলায়ে
অঙ্গ সবার দিতে হবে ওগো তাহারি অঙ্গে এলায়ে।

মিছা কৌতুকে জীবনের দিন হেলায় কোরো না নষ্ট—
আসিবেনা আর ফিরে আরবার হইলে লগ্ন ভ্রষ্ট।
পল অনুপল হউক সফল কি ফল বিফল জীবনে
'যুগ-মাহাত্ম্যে' 'দিক্‌ভ্রম' যেন না হয় 'আলেয়া' শরণে

জলতরঙ্গ

মিথ্যা মায়ার মোহেতে মজিয়া হইয়া মাতাল অন্ধ
গর্ব্বে মাতিয়া জীবন বীণার বেতাল করোনা ছন্দ।
শক্তির মদমত্ততা লয়ে ধনসম্পদ দম্ভ
দেহ ও মনের সংহারলীলা কোরোনা গো আরম্ভ।

মেয়াদ ফুরালে যেতে হবে চ'লে স্মরণেতে যেন থাকে তা'
হেথা মহাকাল চিরদিন তরে অনুকণাটিও রাখে না।
চক্ষের আলো নিভায়ে যখন আঁধার রূপেতে মহাকাল
শিয়রে দাঁড়াবে, রবে কি তখন সংসাররূপী মোহজাল ?

মৃত্যু তাহার শীতল বক্ষ বিছাইয়া যবে সাদরে
ব্যগ্র দুবাহু মেলিয়া তাহার বুকে টেনে লবে আদরে,
শুনিবে না মানা নিষ্ফল শত অনুনয় আর মিনতি
রাখিতে তাহারে পারিবে কি ধরে কারো সম্পদ শকতি ?

আজ যাহা আছে কাল যাহা নাই
তার মোহে ভুলে থোকো না
মিথ্যা শক্তি সম্পদ মোহে অপরাধ গায়ে মেখো না।
কিছুই হেথায় রবে নাকো হায় করমের ফল ব্যতীত।
এইক্ষণে হায় যেইক্ষণ যায় ক্ষণে হবে তাহা অতীত।

তিপ্পান্ন

জলতরঙ্গ

ক্ষণে ক্ষণ যায় শুধু রেখে যায় করমের শত চিহ্ন
যেন বলে যায় 'সারি নিজ কাজ জীবনেরে কর ধন্য।
হিসাব নিকাশ দিতে হ'বে ওরে স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্মের
জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত যত গোপন চিন্তা মর্ম্মের।

নিয়ম নিগড়ে বাঁধা হেথা কার ছোট বড় যত কর্ম্ম
দৈনন্দিন ত্রুটী বিচ্যুতি দেহ ও মনের ধর্ম্ম।
প্রতি পলে পলে কলে কৌশলে কৃত যত পাপ পূণ্য।
ন্যায়ের দণ্ডে এতটুকু তার র'বে না বিচার শূন্য।

অস্তাচলের শিয়রে দাঁড়ায়ে হারাইয়া নিজ শৌর্য্য
সঙ্কেতে যেন জানাইতে চায় আজিকার ওই সূর্য্য
"যেতে হ'বে ওগো আর দেরী নাই
বিদায়ের বাঁশী বেজেছে
তিমিরের দ্বার খুলে দিয়ে ওই সন্ধ্যারাণী গো এসেছে।

বেলা পড়ে এল গগনের গায় তপনের চিতা জ্বলিল
পূর্ব্বের রবি পশ্চিমে আসি আজিকার মত চলিল।

চুয়াল্ল

বিশ্বভুবন ভরিল কালোয় হইল আঁধার মগ্ন
চলিনু আজিকে মনে রেখো ভাই বিদায়ের এই লগ্ন
একদিন এই আঁধার তিমির সবারেই লবে ঢাকিয়া
সবারি ভাগ্য সূর্য্য যাবে গো অস্ত অচলে ডুবিয়া।

